

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সাব-রেজিস্ট্রার এর কার্যালয়

জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।

সনদপ্রাপ্ত দলিল লেখকগণের প্রতি সাধারণ নির্দেশাবলীঃ

একটি দলিল মুসাবিদা করতঃ নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার নিকট দাখিল করার পূর্বে অবশ্যই নিম্নবর্ণিত নির্দেশাবলী পালন করতে হবে।

১. সকল প্রকার দলিলে দাতা-গ্রহীতার নাম, ঠিকানা, দলিলের ফরমেট অনুযায়ী লিখতে হবে।
২. প্রত্যেক দাতা-গ্রহীতার নামের বিপরীতে সম্পত্তি তোলা পাসপোর্ট আকারের ছবি আঠা দিয়ে লাগাতে হবে এবং উক্ত ছবি ও স্ট্যাম্পের উপর স্বাক্ষর ও টিপসহি নিতে হবে।
৩. প্রত্যেক দাতা-গ্রহীতার জাতীয় পরিচয়পত্র/ জন্মসনদ/ পাসপোর্ট নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) লিখতে হবে।
৪. দলিল দাখিলের পূর্বে দলিলের সহিত সকল প্রকার পর্চা অর্থাৎ এস,এ/ বিএস/ আরএস/ নামজারী (খারিজ) খতিয়ান পর্চা(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ফটোকপিতে দাখিলকারকের স্বাক্ষর নিতে হবে এবং দাখিলকারকের স্বাক্ষরের নিচে দলিল লেখকের স্বাক্ষর থাকতে হবে।
৫. হস্তান্তরাধীন সম্পত্তির মালিকানার বিগত ২৫(পঁচিশ) বৎসরের ধারাবাহিক বিবরণ দলিলে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
৬. দলিলে বায়া দলিলের বিবরণ থাকলে দাখিলকৃত বায়া দলিলের ফটোকপিতে দাতা-গ্রহীতার নাম, মৌজার নাম, খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর, জমির শ্রেণি, জমির পরিমাণ এবং দাখিলকৃত পর্চার ফটোকপিতে দাতার নাম, খতিয়ান, দাগ, শ্রেণি, পরিমাণ ইত্যাদি সবুজ রংয়ের মার্কার কলম দ্বারা স্পষ্ট ভাবে মার্ক(চিহ্নিত) করে দিতে হবে।
৭. দলিলের তফশীলে লিখিত/ বর্ণিত সম্পত্তির একাধিক দাগ থাকলে প্রতিটি দাগের জমির পরিমাণ, জমির শ্রেণি ও জমির মূল্য পৃথক পৃথক ভাবে লিখতে হবে। প্রতিটি খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর ও জমির পরিমাণ অংকে ও কথায় লিখতে হবে।
৮. দলিলে অংকিত হাত নকশায় হস্তান্তরিত সম্পত্তি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বর্ণিত দাগের বা দাগ সমূহের কোন দিকে (অর্থ্যাৎ উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম) তাহা স্পষ্ট ভাবে সবুজ কালি দ্বারা মার্ক(চিহ্নিত) করে দিতে হবে।
৯. দাতা বা দাতাগণের মালিকানা স্বত্ব প্রমানের জন্য এস,এ/ বিএস/ আরএস/ নামজারী (খারিজ) খতিয়ান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এর মূলকপি/ মূল সহি মোহর নকল কপি ও হালনাগাদ খাজনার মূল রশিদ নিবন্ধন কর্মকর্তাকে দেখাতে হবে এবং উহাদের ফটোকপি অবশ্যই দলিলের সাথে সংযুক্ত করে দিতে হবে।
১০. দাতা-গ্রহীতার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র/ জন্মসনদ/ পাসপোর্ট নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মূলকপি সাথে নিয়ে আসতে হবে এবং উহাদের ফটোকপি অবশ্যই দলিলের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
১১. দলিলে বর্ণিত সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হলে অবশ্যই উত্তরাধিকার সনদ দাখিল করতে হবে।
১২. দলিলে উত্তম সনাক্তকারী দ্বারা সনাক্তকরণ করতে হবে অর্থ্যাৎ দলিল লেখক নিজে অথবা দলিল দাতার পিতা-মাতা, ভাই-বোন, নিকট আত্মীয় অথবা চেয়ারম্যান- মেম্বার ইত্যাদি।
১৩. দলিল দাতা নিরক্ষর হলে যিনি ব-কলমে লিখবেন তিনিই সনাক্তকারী হতে হবে।
১৪. দলিলের ফরমেটে আরো যে সকল তথ্য প্রয়োজন সেগুলো অবশ্যই যথাযথ ভাবে পূরণ করতে হবে।

সাব-রেজিস্ট্রার

জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।